ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 304-309
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.462

গুণময় মান্নার গল্পে গ্রামীণ কৃষক ও রাজনৈতিক চেতনার বাস্তব দর্পণ

সোনালী ভূমিজ, *সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, হিজলি কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 05.04.2026; Accepted: 08.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Gunamay Manna was one of the prominent fiction writers of the Bengal literature during the latter half of the 20th century. He is the storyteller of the turbulent era of a newly independent Bengal. His artwork has emerged against this backdrop. Throughout his entire body of literary work, he has portrayed the problem-ridden lives of the village's ordinary laborers, farmers, and wage earners. The impact fervor of that era is reflected in his entire body of work. A selection of his stories has been discussed in this essay. The stories 'Abhigyan' and 'Durabarti' present a poignant portrayal of the partition. The stories 'Sahabasthan', 'kakima' and 'Blood Pressure' provide an extensive account of the profound impact that 'Operation Barga' had on sharecroppers during that era. Contemporary agrarian issues accelerated political movements. Political party conflicts centering on the agrarian issues of that era, radical reforms in the agricultural system, movements for raising the minimum wages sharecropping rights – all are masterfully depicted in his stories.

Keywords: Gunamay Manna, Operation Barga Act, Rural Farmer, Politics, Agricultural laborer, Agricultural system, Division Record

বাংলা সাহিত্যের বিশ শতকের শেষার্ধের অন্যতম কথাসাহিত্যিক গুণময় মান্না। তিনি সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলার অস্থিরময় সময়ের কথাশিল্পী। এই প্রেক্ষাপটে উদভাসিত হয়ে উঠেছে তাঁর শিল্পকর্ম। লেখকের সৃজনশীল প্রতিভার বহুমাত্রিক দিক প্রতিভাত হয়ে উঠেছে ছোটগল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারায়। তাঁর গদ্যভূমিতে রবীন্দ্র প্রতিভার গভীর সুবিস্তার। রবীন্দ্র-প্রতিভার দীর্ঘ ও গভীর মনোজ্ঞ অনুসন্ধানের ফলস্রুত– 'রবীন্দ্র- কাব্য রূপের বিবর্তন-রেখা', 'রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্র রচনার দর্শনভূমি', 'রবীন্দ্রনাথ জমিদারি আসমানদারি'।

লেখক গুণময় মান্না জন্মলাভ করেন অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল মহকুমার প্রত্যন্ত গ্রাম আড়গোঢ়া গ্রামে ২৫ শে মার্চ, ১৯২৫ সালে। প্রশাসনিক বিভাজনে যা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত। পিতা সাধারণ চাষী দীননাথ মান্না ও মাতা প্রাণবালা মান্নার সর্বকনিষ্ট সন্তান ছিলেন লেখক গুণময় মান্না। দারিদ্র্যতাকে সঙ্গী করে বেড়ে ওঠা লেখকের চার বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়। সে কারণে পড়াশোনাতে বিলম্ব হয়। তিনি ছিলেন মেধাবী ছাত্র। তাঁর স্ত্রী উমা মান্নার কথায়– "তাঁর নিজের পরিবারেও লেখাপড়ার

বিশেষ চল ছিল না।"[১] নিজের মেধা ও প্রচেষ্টাতে তিনি সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ স্কুল জীবন থেকে। 'পরিচয়' পত্রিকাতে 'অভিজ্ঞান' (১৯৪৮) গল্পের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করলেও স্কুল জীবনে কবিতা লেখার মাধ্যমে হাতে খড়ি। এক স্কুল বন্ধু সম্পাদক রামকৃষ্ণ সাহার সহযোগিতায় হাতে লেখা পত্রিকা 'আঁধারে আলো' বের করেছিলেন, যা আজ দুষ্প্রাপ্য। লেখক তার বাল্য জীবনে দেখা গ্রাম্য সামাজিক জীবন রচনার মাধ্যমে পাঠকের কাছে পৌঁছেছেন। তাঁর অঙ্কিত কাহিনির বাস্তবতাবোধে কোনো খাদ নেই। নিঁখাদ ও নিটোল সামাজিক ইতিহাস, যেখানে কল্পনার বাহুল্যবিহীন।

কাহিনি চরিত্র পট নির্মাণে লেখক স্বতন্ত্রের অধিকারী। কথাসাহিত্যিক বাস্তববাদী, বাংলার বাস্তব চরিত্র সৃষ্টিতে সাফল্য। তাঁর রচনায় উঠে এসেছে পঞ্চাশ থেকে সত্তর দশকের সময়ের কৃষক জীবন। 'লখীন্দর দিগার' উপন্যাসের পটভূমি ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত দশটি গ্রাম কেন্দ্রিক কাহিনি র বিস্তার (ঝাঁকরা, কোঁচকাপোড়া, শীরষা, আমনপুর, ধানগাছিয়া, আমধেড়ে, শ্যামগঞ্জ প্রমুখ)। লেখকের আর এক অনবদ্য সৃষ্টি 'শালবনি' উপন্যাস। এর প্রকাশকাল ১৯৭৮ সালে হলেও রচনাকালের সময় ১৯৭৩-৭৬ সালের মধ্যে। পশ্চিমবাংলায় কৃষক অসন্তোষকে কেন্দ্র করে নকশাল রাজনীতি তখন তুঙ্গে। 'জমিদার খতম নীতি' তে উত্তাল সময়। সেই অস্থিরময় আবহে কৃষকজীবন চিত্র রূপায়িত হয়েছে 'শালবনি' উপন্যাসে। শালগাছের জঙ্গলে ঘেরা গভীর বনছায়ার মধ্যে বসবাস কারী অধিবাসী। জাতিতে তারা সাঁওতাল, মাহাত, সদগোপ প্রভৃতি। এছাড়া 'জননী', 'কটাভানারি', 'মুটে', 'জুনাপুর স্টিল' উপন্যাসে ধরা পড়েছে শ্রমজীবীদের জীবনের বাস্তবিক চালচিত্র।

তাঁর উপন্যাসের মতোই সমগ্র গল্পের জগতে শ্রমজীবী মানুষের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। তিনি শুধুমাত্র ভালোবাসার তাগিদেই গ্রামীণ খেতে খাওয়া মানুষগুলির পাশে দাঁড়িয়েছেন। সচেতন পাঠক হিসেবে আমরা গল্প পাঠ করার সময় চেতনে ও অবচেতনে তাঁকে রাজনীতির কথাকার হিসেবে চিহ্নিত করে ফেলি। যদিও তিনি কোনো রাজনৈতিক আদর্শ বা মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করেন– "কোনো রাজনৈতিক ও মতাদর্শ ব্যক্ত করার জন্য লেখক লেখেন না; সেরকম হলে তা রাজনৈতিক ইস্তাহার হত মাত্র।"[২] গুণময় মান্না মূলত শ্রমজীবী মানুষের কথাকার। তাই রচনায় ছড়িয়ে রয়েছে তাদের জীবন যন্ত্রণা। এসেছে ভূমিহীন চাষী, বর্গা চাষী ও জমিদারী চাষীর প্রসঙ্গ। লেখকের সাহিত্য জগতে আবির্ভাব সদ্য স্বাধীনপ্রাপ্ত বাংলার সময়পর্বে। একদিকে মুক্তির আনন্দ অন্যদিকে মাতৃভূমি হারানোর যন্ত্রণা, বাস্তুহারাদের ভীড়। আনন্দের স্বাদ ক্রন্দনে রূপান্তরিত হয়। এই অস্থিরময় সময়ে লেখক আপন জন্মভূমি ঘাটাল অঞ্চলের জনসাধারণকে তুলে ধরেছেন তাঁর শিল্পকর্মে। সাধারণ শ্রমজীবীদের জীবনের ছবি, তাদের ঘরোয়া সামাজিক পরিবেশ বর্ণনা করতে গিয়ে কথাসাহিত্যিকের পক্ষে সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক অস্থিরতাকে উপেক্ষা করা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। সমকালীন রাজনৈতিক উষ্ণতার প্রভাব পড়েছে তাঁর গল্পের কুশীলবদের উপর। তিনি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন–

> "আমি কোনো দিনই কোনো পার্টির সদস্য ছিলাম না – না কংগ্রেস, না কম্যুনিস্ট। তবে একদা কিছু সময়ের জন্য ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য ছিলাম। পুলিশের খাতায় নাম ছিল, বাসগৃহ তল্লাসিও হয়েছিল। না, জেলে যাওয়ার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য আমার হয়নি।"[৩]

স্বাধীনতা পরবর্তী বাস্তুহারাদের ভীড় সাহিত্যে ঝড় তুলেছিল। সমকালীন বহু লেখকের রচনায় বাস্তুহারাদের নানান যন্ত্রণার চিত্র ফুটে উঠেছে। গুণময় মান্নাও তাঁর রচনায় দেশভাগ ও বাস্তুহারাদের মর্মান্তিক ও যন্ত্রণাদায়ক ছবি তুলে ধরেছেন। লেখকের প্রথম গল্প 'অভিজ্ঞান' প্রকাশকাল ১৯৪৮। দেশভাগের দগদগে চেহারার মর্মান্তিক স্মৃতি, স্বাধীনতার যন্ত্রণাবিধুর অভিজ্ঞতার গল্প। কাহিনি শুরু হয় প্রাপ্ত স্বাধীনতার আনন্দের

মধ্যদিয়ে, সেই আনন্দের রঙ ধীরে ধীরে ফিকে যায়। জন্ম নেয় নতুন প্রতীক জাফরানী, সাদা ও সবুজ রঙের। চারিদিকে ধ্বনিত হতে থাকে "আল্লাহো আকবর, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, কায়েদ-এ আজম জিন্দাবাদ।"[৪] মোহভঙ্গ হয় সুবোধের, মামাতো ভাই প্রবোধের আত্মবলিদান মিথ্যে হয়ে যায়। "হিন্দু-মুসলমান সবারই এই রাষ্ট্র"[৫] - এই সুনিশ্চিত বিশ্বাস ভঙ্গ হয়, সুবোধের ক্রমশ মনে হয় "হিন্দু মুসলমান মিলতে পারে না, কখনো, তেলে জলে মিল খাই না যেমন।"[৬] এদের জীবনের সঙ্গে কোনো মিল নেই সুবোধের জগতের, মোতাহেরদের নির্যাতনে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তাদের মনে হয় "কাফেরই রয়ে গেলাম ওদের চোখে.....রাস্তাঘাটে চলা দায় আজকাল, কী এক করুণাভরা চোখে তাকায় ওরা মুখের দিকে। যেন কৃতার্থ করে দিয়েছেন এতদিনতক আমাদের বাঁচিয়ে রেখে।"[৭] গল্পের সমাপ্তি হয় ইতিবাচক প্রত্যয় এর মধ্যদিয়ে, সুবোধ একা তার মামাতো ভাই-এর রক্তে রাঙানো মাতৃভূমিতে থেকে যায় বিশ্বাস– "ওরা যারা আসছে তাদের মধ্যে ধুতি-শাড়ি, শার্ট আছে নিশ্চয়।"[৮]

'দূরবর্তী' গল্পে ফুটে উঠেছে দেশভাগের দগদগে চেহারা। জনতার ভীড়, দেশে ফেরার তাগিদ, উদ্বাস্তু জীবনের ছবি, বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের ভীড়। লেখক সেই চিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন– এমনকি জনতার ভীড়ে আপনি যদি প্রতি পদক্ষেপে হোঁচট খান, ট্রেনে বাসে উঠতে দিয়ে লেঙ্গি খেয়ে জনতার গায়ে উল্টে পড়েন আর জনতা আপনার গায়ে পড়ে জনতার গুঁতোয় যদি আপনি চোখে সর্ষেফুল দেখেন– তাহলেও বলার কিছু নেই।[৯]

দেশভাগ ভারতীয় অর্থনীতির উপর চাপ সৃষ্টি করে। মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি কৃষির চাপকেই আরো দ্রুত বাড়িয়ে তোলে। ভারতের আর্থিক যোগান মূলত কৃষি ও শিল্পাঞ্চল জাত কাঁচামাল ভিত্তিক। তাই কৃষি ব্যবস্থা ও কৃষকদের উপর প্রবলভাবে প্রভাব ফেলে। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল, যা স্বাধীনতার পরও অব্যহিত ছিল। এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থনে। কংগ্রেস শাসনাধীন ভারতে কৃষকদের বিকাশ লাভ ঘটেনি। কৃষকের উপর অত্যাচার, নির্যাতন, জোতদার-জমিদার দ্বারা তা স্বাধীন ভারতেও বহাল ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯) পর ভারতে জমিদার প্রথা উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে আন্দোলন করে কৃষকশ্রেণী। এর ফলস্বরূপ আরো অত্যাচার, নির্যাতন বাড়ে। জমিদারের আক্রমণ বৃদ্ধি পায় চাষীদের উপর। এই সময়ে মন্দা দেখা দিলে ঋণগ্রস্থ চাষী ঋণমুক্তির দরুণ চাষী তার নিজস্ব জমির মালিকত্ব হারিয়ে নিজ জমির ভাগচাষীতে রূপান্তরিত হয়। মন্দা বা দুর্ভিক্ষের সময়ে উক্ত জমির ক্রেতা হয়ে উঠে ধনী সপ্রদায় চাষী বা জোতদার। মন্দার বছরগুলিতে ভাগচাষীর সংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায়। ১৯৪০ নাগাদ ভাগচাষীর সংখ্যা প্রবলহারে বেড়ে ওঠে। ভাগচাষী জমিতে ফসল ফলানোর পরিশ্রম করলেও ফসলের পঞ্চাশ শতাংশ দিতে হত– জোতদার, জমিদারকে। এই অবস্থায় কৃষকদের অসন্তোষকে কেন্দ্র করে বাংলায় গড়ে ওঠে 'তেভাগা আন্দোলন' (১৯৪৬-৪৭)। কৃষকদের দীর্ঘদিনের অত্যাচার নির্যাতনের ক্ষোভ প্রকট হয় এই আন্দোলনে। "আন্দোলনের মূল দাবীগুলি হল– (১) উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দু'ভাগ চাই, (২) জমিতে ভাগচাষীকে দখলীস্বত্ব দিতে হবে, (৩) শতকরা সাড়ে বারো ভাগের বেশি অর্থাৎ মণকরা ধানে পাঁচ সেরের বেশি সুদ নেই, (৪) হরেক রকম আদায় সহ বাজে কোন আদায় নেই, (৫) রসিদ ব্যতীত কোন ভাগ দেওয়া নেই, (৬) জোতদারের পরিবর্তে ভাগচাষীর খামারে ধান তুলতে হবে।"[১০] এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হল পরবর্তী বর্গাদার প্রথা। তেভাগা থেকে নকশালবাড়ি আন্দোলন পর্যন্ত বেশিরভাগ আন্দোলন ভূমি সংস্কার নিয়েই। দুটি সংস্কার হল- বর্গাদার প্রথা, বর্গাদারের অধিকারটাকে স্থায়ীকরণ। ভূমি সংস্কারের আর একটা দিক ভূমিহীন কৃষককে পাট্টা জমি দেওয়া। স্বাধীনতা পরবর্তী কংগ্রেস সরকার কৃষকদের কথা ভেবে নানা প্রকল্প চালু করলেও তা সফল ভাবে রূপদান করতে পারেনি। ১৯৭৭ সালে বিপুল সংখ্যায়

জয়লাভ করে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকার প্রণীত অপারেশন বর্গার আইন বাস্তবে রূপদান করে। "তৎকালীন ভূমি ও ভূমিসংস্কার মন্ত্রী বিনয় চৌধুরীর উদ্যোগে জেলায় জেলায় বর্গাদারদের নাম নথিভুক্তকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং বর্গা আইন সংশোধন করে বর্গাদার উচ্ছেদ বন্ধ করা হয়, তারা কৃষকদের প্রকৃত বন্ধু হয়ে ওঠে।"[১১]

'ব্লাডপ্রেসার' গল্পে ভাগচাষী বৃদ্ধ মতিলাল খাঁ ও তার পুত্র শ্রপতির দৃষ্টিতে অপারেশন বর্গার বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পকার। গ্রামাঞ্চল জুড়ে স্লোগান ভেসে আসে– ''ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'কৃষি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করতে হবে করতে হবে', ক্ষেত মজুরের নিম্নতম বেতন মানতে হবে', 'অমুক নেতা যুগ যুগ জীও', 'অমুক পার্টি জিন্দাবাদ', 'দুনিয়ার মজুর চাষী এক হও এক হও', 'শ্রেণীশত্রু নিপাত যাক নিপাত যাক'।"[১২] ব্লাডপ্রেসারে আক্রান্ত মতিলাল ভাগ রেকর্ডে নাম লেখাতে চায় না, ছেলেকেও বিরত করে। পার্টির লোকেরা আশ্বাস দেয়– "চাষী ভাইরা তোমরা যারা ভাগ চাষ কর, তারা আমাদের অফিসে এস, তোমাদের চাষ রেকর্ড করিয়ে দেব।"[১৩] সে তার মতো করে এই ভাঁওতার আইনের সমালোচনা করে। জমির মালিক পাবে ফসলের এক ভাগ, নিজস্ব জমির অধিকার থাকবে না-এই ভাবনা মতিলালকে ব্যথিত করে। নিজেকে ভাগচাষী হিসেবে দাবি করলেও নাম লেখাতে অস্বীকার করে।

'সহাবস্থান' গল্পের কাহিনি গ্রামাঞ্চলে জমি দখলের সূক্ষ্ম রাজনীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা। প্রেক্ষাপট পুরুলিয়া জেলার রাধাপুর গ্রাম। প্রাইমারি স্কুল টিচার অজিত সরকার নেতা হয়ে মুনিষ খাটা মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে "জমায়েত হয়ে লাল পতাকা ওড়াল এবং ইনকিলাব জিন্দাবাদ, সর্বহারা এক হও ইত্যাদি আওয়াজ দিতে লাগল।"[১৪] জমির চারপাশে লাল পতাকা লাগিয়ে চাষীরা চাষ দিতে শুরু করল। সুধীর দাস অজিতের মেয়ে অন্নপূর্ণার উপর জবরদখল করে, যুক্তি এই– "তোমার বাপ আমার জমিতে লাল পতাকা পুঁতে দিয়ে চাষ দিয়ে দিল, তাতেই জমি তার হয়ে গেল.....তেমনি আমিও তোমার মাথায় লাল পতাকা গুঁজে দিলাম, তুমি আমার হয়ে গেলে, ব্যাস!"[১৫] জমিদখলের বাস্তবিক দিক গল্পে ধরা পড়েছে। এক নারীর প্রখর বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। পরিশেষে পারস্পরিক রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব পরিণত হয় এক পরিবার হবার ইতিবাচক ইঙ্গিতে, অনু কথায়– "দেখ মা, বাবাকে বলবে ওদের জমি দখল না করতে। বিয়ের পর ত জমিগুলা আমাদের হবে....।"[১৬]

'কাকিমা' গল্পেও রয়েছে রাজনীতির প্রসঙ্গ। কৃষক আন্দোলনের তত্ত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আয়োজিত হবে নিখিলবঙ্গ কৃষক সভার পূণাঙ্গ অধিবেশন। কলকাতা থেকে আমন্ত্রিত নেতা। অপমৃত বর্গাদারের বাগদি কন্যা রুণি চরিত্রের মধ্য দিয়ে বর্গা চাষীর মর্মাহত জীবনকে জানা যায়। কলকাতার শিক্ষিত নাগরিক কৃষক আন্দোলনের তাত্ত্বিক নেতা সুপ্রকাশ চৌধুরী বলে ওঠেন– "অপারেশন বর্গায় আমরা বর্গাচাষীকে পাট্টা দিয়েছি, কিন্তু তাকে রক্ষাকবচ দিতে পারিনি; পক্ষান্তরে গ্রামে ধনী কৃষক ক্লাস সৃষ্টি করেছি; তাদের হাতেই সব ক্ষমতা; বর্গাচাষীরা হয় তোমার বাবার মতো মারা গেছে, নয়ত দিনমজুর বনে গেছে, ধরা যাক তোমার কাকা মহীনের মতো....।"[১৭] কৃষক সভার কথা রয়েছে 'অহোরাত্র' গল্পে। জমিকে ঘিরে রতনের স্বপ্ন, আশা, প্রত্যাশা। সে নয়ন ঘোষের কাছে জানতে পারে কৃষকসভার উদ্দেশ্য "কৃষকদেরই এসব ছিনিয়ে নিতে হবে, পরনের বস্ত্র, দুবেলা পেটপুরে খাবার খাদ্য, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, মানুষ হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি।"[১৮] একজন মাটি ঘেঁষা সাধারণ চাষীর কাছে জমির প্রতি যে মমতা, জমির সাথে আত্মিক যোগ তা উপলব্ধি করতে অক্ষম শহর থেকে আসা কৃষক নেতার। কৃষিজীবী মানুষের কাছে জমি তার অস্তিত্বের পরিচয়। জমি মা লক্ষ্মী। তাদের রক্তের মধ্যে মিশে রয়েছে মাটি, তকতকে ঝকঝকে উঠোন, পরিষ্কার মরাই, তুলসী তলা, হেলে বলদ, খামার ভর্তি ধান– চাষীর সম্পদ। তাদের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ জীবন জমিকে

ঘিরেই আবর্তিত। জমিদারি প্রথার অবসান ও জমি দখল, ভাগ রেকর্ড সবকিছুর দ্বারা প্রভাবিত গুণময় মান্নার গল্পের চরিত্ররা। লেখক শ্রমজীবীদের মা-বাপ। তাদের জীবনযন্ত্রনার কথা বলতে গিয়ে সমকালীন রাজনৈতিক উষ্ণতার প্রভাব এড়াতে পারেননি গল্পকার। তাই সচেতন ভাবে সময়ের ছাপ পড়েছে তাঁর গল্পে।

'সমস্যাপূরণ' এ রয়েছে অনাথ ভাবে বড়ো হয়ে ওঠে নিতাই গল্প। প্রথম জীবনে গরু চরানোর কাজ দিয়ে শুরু করলেও পরে বার্ধক্যে আঠান্ন বছর বয়সে সে একশো বিঘা জমির মালিক হয়ে উঠে। বিনোদ রায়ের মেয়ে ছেঁপীকে বিয়ে করে নিতাই পনেরো বিঘা জমির মালিক হয়। পরে নিজস্ব পরিশ্রমে জমি বেড়ে হয়ে উঠে একশো বিঘা। সমকালীন বর্গা প্রথা বিচলিত করে নিতাইকে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে স্বপ্ন দেখে– "ওদের ভাবখানা এই রকম, যেন তারা সকলেই নিতাইয়ের কাছে কি সব গাচ্ছিত রেখেছিল, এখন সেগুলো ফেরত চাইচ্ছে। 'অকৃতজ্ঞ, আমি তোকে কত দিয়েছি, এখন দে.....।' কেউ বা বলে, নেমকহারাম, যা পেয়েছিস তার প্রতিদান দে.....।"[১৯] কলকাতা থেকে নেতারা এসে গ্রামে গ্রামে কৃষকদের জাগ্রত করার কথা বলছে, শোষণ ব্যবস্থা, ক্ষেতমজুরের সমস্যা, ভাগচাষী উচ্ছেদ নিয়ে নানা কথা বলছে। জেলায় জেলায় হচ্ছে কৃষক সম্মেলন। তাঁর উপন্যাসেও সে ছবি ধরা পড়েছে। 'লখীন্দর দিগার', 'শালবনি', 'কটাভানারি' উপন্যাসে কৃষক সভা, কৃষক অসন্তোষ, নেতাদের পুলিশ দ্বারা গ্রেপ্তার। গোবিন্দ, সতীশ, সুধীর, মোহন-বলাই, বিজয়কে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয় তাদের। একদিকে জমিদারের শোষণ, সাকারের কর্ডন আইন, অন্যদিকে সরকারী কম মূল্যে চাষীকে ধান বিক্রি করতে বাধ্য করা সব মিলিয়ে কৃষকের জীবন বিপন্ন করে তুলে। এই সব ক্ষোভ প্রকাশ পায় কৃষক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে। সরকার নিজ রাজ্যে খাদ্য সংগ্রহ করে রাখার জন্য প্রকিওরমেন্ট চালু করে যার প্রভাব চাষীদের ব্যপকভাবে আহত করে। রাজনীতির প্রভাব কতখানি চাষীদের মর্মাহত করে লেখক সেটাই বার বার চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করছেন।

সমাজ সচেতন লেখক গুণময় মান্না তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মে সাধারণ মানুষের অসহায়তার মধ্যদিয়ে জীবনের গতিময়তা ও সমাজ পরিবর্তনের বাস্তব রূপ নির্মাণ করেছেন। তাঁর গল্প ও উপন্যাসে যে রাজনীতির কথা রয়েছে তা মূলত কৃষক-শ্রমিককেন্দ্রিক। তাই সাধারণ চাষীকে ঘিরে রাজনীতি- প্রকল্প, দলগত পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সব কিছুই প্রভাব ফেলে কৃষক সমাজে। সরকারী প্রকল্প কখনোও সার্বিকভাবে সাধারণের ভালো করতে পারে না, সেকারণে তাই মতিলাল ও অধরের কাছে সরকারী আইনকে মনে হয়েছে ভাঁওতার আইন, সমালোচনা করেছে সেই আইনের। সাধারণ চাষীর আশা, স্বপ্ন চিরকাল বিত্তশালী সম্প্রদায়ের কাছে চাপা পড়ে – কখনো সরকার, কখনো জমিদার-জোতদার। 'তিন বিঘা জমি' গল্পে ভেসে ওঠে সেই বাস্তব চিত্র "ওরা সেই তিনজনেই যাত্রা করল নিরুদ্দেশের পানে– এখন সামনে নাই পেছনে নাই। নিরাবলম্ব। কেবল মালতীর কাপড়ের খুঁটে বাঁধা ছিল একটি উচ্চ অঙ্কের ব্যাংকের চেক।"[২০]

তৎকালীন রাজনৈতিক উষ্ণতা কতখানি গ্রামের পরিবেশ ও সাধারণ জনজীবনের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলেছিল তার বাস্তবিক চিত্রায়ণ এই গল্পগুলি। গল্পকারের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি, খুঁটিনাটি বর্ণনার মধ্যদিয়ে পটভূমি ও পটধৃত চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সমকালীন সময়কে ছাপিয়ে রাজনীতির নানাদিক লক্ষ করা গেছে তাঁর গল্পে। সুরজিত ঘোষ তাঁর 'বন্ধ্যা সময় থেকে মুক্তির দশক' প্রবন্ধে বলেছেন – "চীন ভারত যুদ্ধ, কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ, ভারত পাকিস্তান সংঘর্ষ, পশ্চিমবঙ্গের দুদুবার যুক্তফ্রন্ট, রাষ্ট্রপতির শাসন, নকশাল আন্দোলন, জরুরী অবস্থা এবং পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের স্থায়ী প্রতিষ্ঠান সূচনা কোনোটিই কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।"[২১]

তথ্যসূত্র:

১। সামন্ত, সুবল সম্পাদনা। এবং মুশায়েরা, গুণময় মান্না সংখ্যা। সপ্তদশ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা। শারদীয় ১৪১৭। কলকাতা। পৃ. ১০৬।

২। সেনগুপ্ত, বিশ্বরূপ সম্পাদনা। উত্তরাধিকার পত্রিকা, গুণময় মান্না, আত্ম-পরিচায়িকা। ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৮। রামগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর। পৃ. ১১।

৩। সামন্ত, সুবল সম্পাদনা। এবং মুশায়েরা, গুণময় মান্না সংখ্যা। সপ্তদশ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা। শারদীয় ১৪১৭। কলকাতা। পৃ. ১৯৭।

৪। মান্না গুণময়। গল্প সংগ্রহ প্রথম খন্ড। এবং মুশায়েরা। এপ্রিল ২০১২। কলকাতা। পৃ. ২৩।

৫। তদেব, পৃ. ২৩।

৬। তদেব, পৃ. ২৩।

৭। তদেব, পৃ. ২৩।

৮। তদেব, পৃ. ২৯।

৯। তদেব, পৃ. ৭২।

১০। ঘোষ, নির্মল। নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য। করুণা প্রকাশনী। তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৬। কলকাতা। পৃ. ২৯।

১১। তপাদার, ফাল্গুনী। ছোটগল্পের গুণময় মান্না। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। প্রথম প্রকাশ ২০১৭। কলকাতা। পৃ. ৩০।

১২। মান্না, গুণময়। গল্প সংগ্রহ প্রথম খন্ড। এবং মুশায়েরা। এপ্রিল ২০১২। কলকাতা। পৃ. ১২৩।

১৩। তদেব, পৃ. ১৩১।

১৪। তদেব, পৃ. ১১৪।

১৫। তদেব, পৃ. ১১৬।

১৬। তদেব, পৃ. ১২১।

১৭। তদেব, পৃ. ২৫৭।

১৮। তদেব, পৃ. ৬২।

১৯। তদেব, পৃ. ৩৯।

২০। তদেব, পৃ. ২১৩।

২১। ঘোষ, সুরজিত। বন্ধ্যা সময় থেকে মুক্তির দশক, দ্র. অরূপ কুমার দাস, ষাট ও সত্তর দশকের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলা কথাসাহিত্য, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ টেমার লেন, প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০২১, পৃ. ১৯।